পরিশিষ্ট 'চ'

তৃতীয় তফশীল

পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্র, ১৯৬২

অনুচ্ছেদ ৯৩

যে-সব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের আইন তৈরীর ব্যাপারে একচেটিয়া ক্ষমতা রয়েছে।

১। পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের প্রত্যেকটি অংশের প্রতিরক্ষা এবং সেই সঙ্গে—

(ক) পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সার্ভিসসমূহ, বেসামরিক সশস্ত্রবাহিনীসহ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত অন্য 'কোন সশস্ত্র বাহিনী এবং পাকিস্তানের যে-কোন সশস্ত্রবাহিনীর সঙ্গে জড়িত কিংবা সঙ্গে কার্যরত অন্য কোন সশস্ত্রবাহিনী;

(খ) সামরিক, নৌ ও বিমানবাহিনীর কাজ;

(গ) প্রতিরক্ষার সঙ্গে জড়িত শিল্পসমূহ;

(ঘ) অস্ত্রশস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য; এবং

(ঙ) ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ও সেই সঙ্গে—

(১) এ সব এলাকার সীমানা নির্ধারণ;

(২) এসব এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার; এসব এলাকার জন্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গঠন ও এসব কর্তৃপক্ষের কাজ ও ক্ষমতা; এবং

(৩) এসব এলাকায় আবাসিক ব্যবস্থা (ভাড়া নিয়ন্ত্রণসহ) নিয়ন্ত্রণ।

২। বৈদেশিক বিষয় এবং সেই সঙ্গে—

(ক) অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ও অন্যান্য যোগাযোগ;

(খ) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এবং তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;

(গ) অন্যান্য দেশের সঙ্গে চুক্তি, কনভেনশন ও ঐক্যমত তৈরী ও বাস্তবায়ন;

(ঘ) অন্যান্য দেশে কূটনৈতিক, উপদেষ্টামূলক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য প্রতিনিধিত্ব;

(ঙ) অন্য কোন দেশের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা কিংবা শান্তি স্থাপন;

(চ) দেশের আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ; এবং

(ছ) বৈদেশিক ও এলাকা-বহির্ভূত আওতা, 'এডমিরালটি আওতা' এবং সমুদ্রের মাঝে ও আকাশে দস্যুবৃত্তি ও অন্যান্য অপরাধ;

৩। পাকিস্তানে কোন ব্যক্তির প্রবেশ এবং পাকিস্তান থেকে কোন ব্যক্তির বহির্গমন এবং সেই সঙ্গে—

(ক) অভিবাসন ও প্রবাসে গমন;

(খ) পাসপোর্ট, ভিসা, প্রবেশ ও বহির্গমনের অনুমতিপত্র এবং এ ধরনের অন্যান্য সার্টিফিকেট;

(গ) পাকিস্তান থেকে বহিঃসমর্পণ ও বহিষ্কার;

(ঘ) পাকিস্তানে আসার ও পাকিস্তান থেকে যাওয়ার তীর্থযাত্রী;

(ঙ) 'কোয়ারান্টেন' এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল; ও

(চ) নাবিক ও নৌ হাসপাতাল।

৪। নাগরিকত্ব, দেশীয়করণ ও বিদেশী।

৫। প্রদেশগুলোর মধ্যেও অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সেই সঙ্গে

(ক) কাষ্টম্‌স্ সীমান্ত বরাবর আমদানী ও রফতানী; এবং

(খ) পাকিস্তানের বাইরে রপ্তানী করার জন্যে মানসম্মত মালপত্র।

৬। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও জাতীয় অর্থনৈতিক সমন্বয়।

৭। মুদ্রা, নোট ও বৈধ নোট

৮। বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময়যোগ্য মুদ্রা

৯। (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং: ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান,

(খ) কেবলমাত্র একপ্রদেশে সীমাবদ্ধ নয় এমন উদ্দেশ্য ও ব্যবসাসহ অন্যান্য ব্যাঙ্কিং (সমবায় ব্যাঙ্কিংসহ নয়)।

১০। কেন্দ্রের সরকারী ঋণ এবং সেই সঙ্গে—

(ক) কেন্দ্রীয় কনসলিডেটেড তহবিলের সিকিউরিটির ওপর টাকা ধার করা; এবং

(খ) বৈদেশিক ঋণ।

১১। কেবলমাত্র একপ্রদেশে সীমাবদ্ধ নয় এমন উদ্দেশ্য ও ব্যবসাসহ ইক এক্সচেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ বাজার।

১২। বীমা।

১৩। কেবলমাত্র এক প্রদেশে সীমাবদ্ধ নয় এমন ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক কর্পোরেশন হোক বা না হোক কর্পোরেশনের সম্মিলন; নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৪। কপিরাইট, পাটেন্ট, ডিজাইন, উদ্ভাবন, ট্রেডমার্কস ও মার্কেণ্ডাইস মার্কস্।

১৫। নেভিগেশন ও জাহাজ চলাচল (উপকূলীয় জাহাজ চলাচলসহ, তবে এক প্রদেশে সীমাবদ্ধ জাহাজ চলাচল নয়)।

১৬। বিমান নেভিগেশন ও বিমান এবং সেই সঙ্গে—

(ক) বিমান পথ ও বিমান সার্ভিস; এবং

(খ) বিমান বন্দর।

১৭। জাহাজ ও বিমান চলাচলের নিরাপত্তার জন্যে বাতিঘর ও অন্যান্য ব্যবস্থা।

১৮। প্রধান বন্দরগুলোর ঘোষণা, সীমানা নির্ধারণ ও গঠন এবং এ ধরনের বন্দরে বন্দর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা।

১৯। ওজন ও পরিমাপের মান।

২০। পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কসহ সব রকম ডাক।
২১। টেলি-যোগাযোগ এবং সেই সঙ্গে ব্রডকাষ্টিং ও টেলিভিশন।
২২। আঞ্চলিক সমুদ্র সীমার বাইরে মাছ ধরা ও মৎস্য বিজ্ঞান।
২৩। পারমাণবিক শক্তি, এবং সেই সঙ্গে—
(ক) পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ;
(খ) পারমাণবিক আলানী উৎপাদন এবং পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার; এবং
(গ) 'আয়নাইজিং রেডিয়েশন'।
২৪। খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস।
২৫। কেন্দ্রীয় সরকারের বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত কোন কর্পোরেশনের পূর্ব কিংবা আংশিক মালিকানার শিয়সমূহ।
২৬। কেন্দ্রের সম্পদ এবং তা থেকে পাওয়া রাজস্ব আর এই সম্পদ যেখানেই হোক না কেন।
২৭। পাকিস্তান জরীপ এবং সেই সঙ্গে ভূতাত্ত্বিক জরীপ।
২৮। আবহাওয়া বিভাগ ও আবহাওয়া সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ।
২৯। জাতীয় গ্রন্থাগার ও যাদুঘর।
৩০। বিশেষ পরীক্ষা ও বিশেষ গবেষণা উন্নয়নের জন্যে কেন্দ্রীয় সংস্থা ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান।
৩১। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘোষিত প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ।
৩২। আদমশুমারী।
৩৩। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ও তদন্তকারী সংস্থাসমূহ।
৩৪। প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় বা পাকিস্তানের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত কারণে দমনমূলক আটক এবং এভাবে আটক লোক।
৩৫। প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদগুলোর নির্বাচন: প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার।
৩৬। স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার এবং জাতীয় পরিষদের অন্যান্য সদস্যের ভাতা।
৩৭। জাতীয় পরিষদ এবং জাতীয় পরিষদের সদস্য ও কমিটির ক্ষমতা, অধিকার ও দায়বদ্ধতা এবং সেই সঙ্গে জাতীয় পরিষদের কমিটির সামনে সাক্ষ্য দান বা দলিল-পত্র পেশের জন্যে ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি।
৩৮। সুপ্রীম কোর্ট, এবং সেই সঙ্গে
(ক) সুপ্রীম কোর্টের নিয়মতন্ত্র, সংগঠন, আওতা ও ক্ষমতা;
(খ) আদালতে নেয়া ফিস; এবং
(গ) এই কোর্টে 'প্রাকটিস' করার যোগ্য ব্যক্তি।
৩৯। কোন প্রদেশের আদালত, ট্রাইবুনাল ও অন্য কোন কর্তৃপক্ষের বিচার, ডিক্রি আদেশ ও দণ্ড ঐ প্রদেশের বাইরে কার্যকরীকরণ, এবং এই প্রদেশের আইন, রেকর্ড ও বিচারকে প্রদেশের বাইরে স্বীকৃতি দান।

৪০। কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন, নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস এবং কেন্দ্রের কাজ-কর্ম সংশ্লিষ্ট চাকুরী ও পদ।
৪১। পর্যটন।
৪২। উদ্বাস্তুদের সাহায্যদান ও পুনর্বাসন; বাস্তুত্যাগী সম্পত্তি।
৪৩। নিম্নরূপ কর ও শুল্ক—
(ক) কাষ্টমস্ শুল্ক (রফতানী শুল্কসহ);
(খ) আবগারী শুল্ক (লবণ করসহ, তবে মাদক পানীয়, আফিম ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যসহ নয়)
(গ) কর্পোরেশন কর ও কৃষি আয় ছাড়া অন্য আয়ের ওপর কর;
(ঘ) এষ্টেট ও উত্তরাধিকারী কর;
(ঙ) সম্পত্তির মোট মূল্যের ওপর কর, তবে অস্থাবর সম্পত্তির ওপর মোট লাভের ওপর নয়;
(চ) ক্রয় ও বিক্রয় কর;
(ছ) সমুদ্র ও বিমানপথে বাহিত মালপত্র ও যাত্রীর ওপর টার্মিনাল কর এবং তাদের ভাড়া ও মালের ভাড়ার ওপর কর;
(জ) খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের খনিজ দ্রব্য।
৪৪। এই তফশীলে উল্লিখিত যে-কোন বিষয়ে ফিস, তবে সুপ্রীম কোর্ট ছাড়া অন্যসব আদালতে নেয়া ফিস নয়।
৪৫। এই তফশীলের যে-কোন বিষয়ে তদন্ত ও পরিসংখ্যান।
৪৬। এই তফশীলে উল্লিখিত যে-কোন বিষয়ের ব্যাপারে আদালতের আওতা ক্ষমতা।
৪৭। এই তফশীলে উল্লিখিত যে-কোন বিষয়ের ব্যাপারে আইনবিরোধী অপরাধ।
৪৮। এই শাসনতন্ত্রের অধীনে যে-সব বিষয় কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের আইনগত যোগ্যতার মধ্যে কিংবা কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট।
৪৯। এই তফশিলে উল্লিখিত কোন বিষয়ের অধীন বা প্রাসঙ্গিক অন্য কোন বিষয়।

পরিশিষ্ট—'ঙ'

প্রধান প্রধান বৃশংসতার তালিকা

(১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের আগে সন্ত্রাস ও অরাজকতার তালিকা তৃতীয় পরিচ্ছেদে "পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রাস" শীর্ষে বর্ণিত হয়েছে।)

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
চট্টগ্রাম	১৬-৩০শে মার্চ, ১৯৭১, চট্টগ্রাম শহর।	শহরটি, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (ইবিআর) ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) এবং আওয়ামী লীগ (এএল) স্বেচ্ছা-সেবকদের মতো বিদ্রোহীদের কবলে ছিলো। এই বিদ্রোহীরা শহরের প্রধান অংশের মধ্যে অবস্থিত এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার পুরো কলোনীতে লুঠতরাজ, হত্যা-কাণ্ড ও অগ্নি-সংযোগ করে। মানুষ হত্যার 'কসাইখানা' স্থাপন করা হয়। এরকম একটা কসাইখানা চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের দফতরেও ছিলো। এই কসাইখানায় পুরুষ, নারী ও শিশুকে নির্বিশেষে হত্যা করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেহ থেকে অঙ্গ কেটে ফেলার আগে সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত বের করে নেওয়া হয়েছিলো। (১০ হাজার থেকে ১২ হাজার লোক নিহত হয়।)
	২৭শে মার্চ, ১৯৭১ ওসমানিয়া গ্লাস ওয়ার্কস্।	পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মচারীদের নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। (১৭ জনের মৃত্যু হয়)।
	১৫ই মার্চ ১৯৭২, আমিন জুট মিল্স্, বিবিরহাট।	ম্যানেজিং পার্টনার এবং ম্যানেজারকে অপ-হরণ করা হয়। তাদের হত্যা করা হয়েছে বলে বিশ্বাস। অন্যান্য কিছু সংখ্যক কর্মীদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। অনুমান করা হয় যে তাদের 'জামিন' স্বরূপ আটক রাখা হয়েছে। (হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি)।

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
	১৯শে এপ্রিল, ১৯৭১, ইস্পাহানী জুট মিল্স্ এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা।	নারী ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী অনেক অফিসার এবং শ্রমিকদের খোঁজ পাওয়া যায় না। অনেককে অপহরণ করা হয়েছে। (হতা-হতের সংখ্যা প্রায় এক হাজার)।
	২৭-২৮শে এপ্রিল, ১৯৭১, হাফিজ জুট মিল্স্	মিল-ভবন আক্রমন করে কিছু সংখ্যক কর্মচারীকে হত্যা করা হয়। মালিকের গৃহে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। কয়েকজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু যারা প্রাণ-ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো, তারা ছাড়া গৃহের অধিবাসী-দের সবাইকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়ে-ছিলো। (নিহতের সংখ্যা ছিলো প্রায় ১৫০ জন।)
	২৬—৩০শে এপ্রিল, ১৯৭১। কর্ণফুলী পেপার এবং রেয়ন মিল্স্ চন্দ্রঘোনা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা	ব্যাপক লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। মেয়েদের ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছিলো। উদ্ধার করার পর, তারা অবর্ণনীয় বর্বর ও বর্বরতার কাহিনী বর্ণনা করে। (হতাহতের সংখ্যা প্রায় ২ হাজার)।
	২৭—৩০শে এপ্রিল, ১৯৭১, রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানী-দের একত্রিত করে নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। (৫শ' লোক প্রাণ হারায়)।
যশোর	২৯—৩০শে মার্চ,১৯৭১ ঝুনঝুমপুর কলোনী।	ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্স্ এর বিদ্রোহীরা সমগ্র বিহারী জনগণকে সাধারণভাবে হত্যা করে। মেয়ে ও শিশুদের টেনে হিচড়ে নড়াইলের দিকে নিয়ে যায়। ৪শ' থেকে ৫শ'র মতো মেয়েকে অপহরণ করে নদীপথে হিলুস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। মানুষের কংকাল ও দেহের অন্যান্য অংশ সমস্ত এলাকায় ছড়ানো রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। (প্রায় ৩ হাজার লোক নিহত হয়। ২ হাজার লোকের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।)

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
	২৯—৩০শে মার্চ, ১৯৭১ রামনগর কলোনী	নুরুমপুর কলোনীর লোকেরা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। এই কলোনীতেও আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। (১৫০ জনেরও বেশী লোক নিহত হয়। দুস্থ শিবিরে আশ্রয় নেয় ৪৪৮ জন।)
	৩০শে মার্চ ১৯৭১ তারাগঞ্জ কলোনী	আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকেরা ও ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্‌ এর বিদ্রোহীরা সমগ্র কলোনীতে বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যায়। খুব কম লোকই বেঁচেছিলো। সমস্ত বাড়ী ঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (৫শ'র মতো লোক নিহত হয়। নিখোঁজ লোকের সংখ্যা ৪ শ')।
	৩০শে মার্চ—৫ই এপ্রিল ১৯৭১, হামিদপুর, আমবাগান বাকচর এবং বগুড়ার শহরের পুরাতন কসবা।	এই এলাকার অধিকাংশে জনগণকে হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। ঘর বাড়ী প্রথমে লুঠ এবং পরে ধ্বংস করা হয়। (প্রায় ১ হাজার লোক নিহত ও নিখোঁজ হয়। ১৭৫ জন হাসপাতালে যায় এবং ১৭২ জন দুস্থ শিবিরে আশ্রয় নেয়।
	৩০শে মার্চ—৫ই এপ্রিল ১৯৭১ মোবারকগঞ্জ।	পুরুষ, নারী ও শিশুদের নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। তাদের বাড়ীঘর লুটপাট করে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। (২শ'রও বেশী লোক নিহত হয়। ১০ জন হাসপাতালে ও ২৭ জন দুস্থ শিবিরে যায়)।
	৩০শে মার্চ—৫ই এপ্রিল, ১৯৭১ কালিগঞ্জ।	বেশ কিছু সংখ্যক এলাকার উপর হামলা চালানো হয়। মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়। পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করা হয়। ব্যাপক লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ চলে। (প্রায় ৩শ' লোক নিহত হয়। ১৩২ জন সাহায্য শিবিরে আশ্রয় নেয়)।
	৩০শে মার্চ-১০ই এপ্রিল, ১৯৭১, কোটচাঁদপুর।	বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগ চলতে থাকে। (প্রায় ২শ' লোক নিহত ও ৫ জন আহত হয়। সাহায্য শিবিরে অবস্থান রত লোকের সংখ্যা হচ্ছে ৫৫)।

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
	৩০শে মার্চ,১৯৭১ তাফ্‌সিডাঙ্গা	আগে থেকেই চিহ্নিত করা কিছু সংখ্যক বাড়ীঘর সংগ্রাম পরিষদের স্বেচ্ছাসেবকরা আক্রমণ করে। তারা পুরুষ ও বৃদ্ধা নারীদের হত্যা করে এবং যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়। (প্রায় ২শ' লোক নিহত হয়। সাহায্য শিবিরে যায় ৭২ জন)।
	৩০শে মার্চ-১০ই এপ্রিল, ১৯৭১, নড়াইল।	এখানে প্রধানতঃ পাঠানদের উপরেই নির্যাতন চালানো হয়। নড়াইলের সমস্ত পাঠানদের একত্রিত করে নৃশংশভাবে হত্যা করা হয়। মেয়ে ও শিশুসহ ৬০ থেকে ৭০ জন পাঠানকে হত্যা করা হয়েছিলো।
	২৫শে মার্চ—৪ঠা এপ্রিল ১৯৭১, ঝিনাইদহ মহকুমা।	আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকগণ কিছু সংখ্যক বাড়ীঘর লুঠ করে আগুন ধরিয়ে দেয়। জান ও মালের প্রচুর ক্ষতি হয়। (২৫০ জনেরও বেশী লোক নিহত ও ৫০ জন নিখোঁজ হয়। ১০ জন হাসপাতালে যায়।)
খুলনা	২৮-২৯শে মার্চ ১৯৭১, খুলনা শহর। ক্রিসেণ্ট জুট মিল্‌স্‌, খালিশপুর ও টার জুট মিল্‌স্‌, চাল্‌সিমহল।	খুলনায়, আওয়ামী লীগের আধা-সামরিক শিক্ষা শিবির গঠন করা হয়। তথাকথিত পশ্চিম পাকিস্তানী "দালালদের" বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধ হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড চলতে থাকে। ঘরবাড়ী ধ্বংস করা হয় এবং ব্যাপকভাবে হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। গলা কেটে ফেলার আগে হতভাগ্য ব্যক্তিদের উৎপীড়ন করা হতো। নিরপরাধ নারী ও শিশুদের রাস্তার টেনে এনে হত্যা করা হয়। যারা প্রাণের ভয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো ও বেঁচেছিলো, তাদের নদী থেকে উঠিয়ে আনা হয়। তারপর তাদের পেট চিরে আবার নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। তাদের রক্তে নদীর পানি লাল হয়ে গিয়েছিলো। মিল্‌ সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। কিছু সংখ্যক অফিসার 'মুক্তি পণ' দিয়ে বেঁচে যান। (হতাহতের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার)

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
	২৮—২৯শে মার্চ,১৯৭১, পিপল্‌স্ জুট মিলস্, খালিশপুর, খুলনা।	ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্, আনসার এবং আওয়ামী লীগ কর্মীরা বয়সের প্রতি কোন লক্ষ্য না রেখে উচ্ছৃংখল হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়। (৪শ' ৬৭ জন নিহত হয়)।
	২৮—২৯শে মার্চ,১৯৭১, নিউকলোনী, খালিশপুর, খুলনা।	প্রায় ১০ হাজার আওয়ামী লীগ কর্মীরা কলোনী ঘেরাও করে ফেলে। বিদ্রোহী পুলিশরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সমানে ৬ ঘন্টারও বেশী সময় গোলাগুলি বর্ষণ চলতে থাকে। (প্রায় ৩শ' লোক নিহত হয়)
	৩০শে এপ্রিল, ১৯৭১ সাতক্ষীরা মহকুমা, খুলনা।	পশ্চিম পাকিস্তানী মহকুমা হাকিমকে আটক করে বন্দী অবস্থায় রাখা হয়। শহরের এলাকা জুড়ে ব্যাপক গণহত্যা, নৃশংসতা ও ব্যাপক লুঠতরাজ চলতে থাকে। (প্রায় ১ হাজার লোক নিহত হয়)।
কুষ্টিয়া	২৯শে মার্চ—১০ই এপ্রিল, ১৯৭১, কুষ্টিয়া শহর।	ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্-বিদ্রোহী, মুজাহিদ এবং স্থানীয় দুষ্কৃতিকারীরা বিহারী এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের উপর যথেচ্ছা গুলী চালাতে শুরু করে। ক্রমাগত ১৩ দিন ধরে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলতে থাকে। (১ হাজার থেকে দেড় হাজার লোক নিহত হয়)।
	২৬শে মার্চ—১লা এপ্রিল, ১৯৭১, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া।	বিহারী ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের একত্রিত করে হত্যা করা হয়। মেয়েদের সঙ্গে অমানুষিক ব্যবহার করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী মহকুমা হাকিমের উপর নির্মম অত্যাচার করা হয়। তাঁর সন্তান-সম্ভবা স্ত্রীকেও মারধোর করা হয়েছিলো। (৫শ' লোক নিহত এবং ১শ' লোক নিখোঁজ হয়)।
	২৩শে এপ্রিল, ১৯৭১, জাফরকান্দি, কুষ্টিয়া।	বিদ্রোহী ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্ ও স্থানীয় দুষ্কৃতিকারীরা বিহারী কলোনীর উপর

জেলা	তরিখ ও এলাকা	ঘটনা
		হামলা চালায়। ব্যাপকহারে ধন-সম্পত্তি লুঠ করার পর, তারা কলোনীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। কেউ বাঁচতে পারেনি। মেয়েদের ধর্ষণ করার পর হত্যা করা হয়। তাদের মৃতদেহ—স্তন—কাটা এবং পেট কাটা—অবস্থায় পাওয়া যায়। (প্রায় ৫শ' লোক নিহত হয়)।
	৩০শে মার্চ-১৩ই এপ্রিল, ১৯৭১, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া।	প্রায় দু'সপ্তাহ যাবৎ মেহেরপুর বেপরোয়া হত্যা, অগ্নিসংযোগ এবং ধর্ষণের কবলে ছিলো। (৪শ' থেকে ৬শ' লোক নিহত ও ২শ' লোক নিখোঁজ হয়। হাসপাতালে যায় ১০ জন)।
বগুড়া	২৬শে মার্চ—২৩শে এপ্রিল, ১৯৭১ বগুড়া শহর।	আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা জেল ভেঙ্গে কয়েদীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও লুঠতরাজ করার জন্যে ছেড়ে দেয়। ৭ হাজার পুরুষ, নারী ও শিশুদের জেল-ভবনের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে ঢোকানো হয়। জেল ভবনটি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা ছিলো। কিন্তু সেনাবাহিনী সময়মতো এসে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা গণ-হত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের কাহিনী বর্ণনা করে। প্রকাশ যে প্রায় ২ হাজার লোক নিহত হয়।
	২৬শে মার্চ—২২শে এপ্রিল, ১৯৭১, নওগাঁ, সান্তাহার।	বিহারীদের চলাফেরা বন্ধ করার জন্য আওয়ামী লীগ দুষ্কৃতিকারীরা রাস্তা বন্ধ করে দিলো। ব্যাঙ্কগুলো লুণ্ঠিত হলো। যুবতী মেয়েরা ধর্ষিত হলো। তাদের গুলী করে হত্যা করার আগে নগ্ন অবস্থায় রাস্তা দিয়ে হাঁটানো হয়েছিলো। সারা শহরে মৃতদেহের ছড়াছড়ি দেখা যায়। অনেককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। কাউকে বা পেরেকে গেঁথে গুলী করে হত্যা করা হয়। আহত অবস্থায় যারা বেঁচেছিলো তাদের কাছ থেকে জানা যায় যে, মেয়েদের নিজের

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
		সন্তানের রক্ত পান করতে বাধ্য করা হয়েছিলো। বিহারীরা একেবারে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (প্রায় ১৫ হাজার লোক নিহত হয়)।
পাবনা	২৩শে মার্চ—১০ই এপ্রিল, ১৯৭১, পাবনা শহর।	দু'সপ্তাহ-ব্যাপী আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে শহরকে রক্ষা করলো সেনাবাহিনী এসে। (প্রায় ২শ' লোক নিহত হয়)।
	২৩শে মার্চ—১০ই এপ্রিল, ১৯৭১, সিরাজগঞ্জ।	দুষ্কৃতিকারীরা ৩৫০ জন পুরুষ, নারী ও শিশুকে একটা দালানে ঢুকিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো। (ভেতরে যারা ছিলো তাদের সকলকেই এভাবে ফাঁদে ফেলে হত্যা করা হয়।
	১০ই এপ্রিল, ১৯৭১, পাকৃশী।	রেলওয়ে কলোনীর অধিবাসীদের শান্তি কমিটি গঠন করার অজুহাত দেখিয়ে প্রতারিত করা হয়। তাদের একটা হাই স্কুল ভবনে আটকে রেখে জীবিত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হয়েছিলো। (প্রায় ২ হাজার লোক নিহত হয়)।
রংপুর	২৩-৩১শে মার্চ,১৯৭১, সৈয়দপুর (রংপুর)।	শত শত বাড়ীঘর ও তার অধিবাসীদের আগিয়ে দেওয়া হয়। (১শ'রও বেশী লোক নিহত হয়)।
	২৩শে মার্চ—১লা এপ্রিল ১৯৭১, নীলফামারী।	৫ হাজার উদ্বাস্তুদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী লোককে নির্মমভাবে হত্যা করা করা হয়। (প্রায় ২ হাজার ৭শ' লোক নিহত হয়)।
দিনাজপুর	২৮শে মার্চ—১লা এপ্রিল ১৯৭১, দিনাজপুর শহর।	ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ করার সঙ্গে সঙ্গেই নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। আর তারপরেই বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। পুরুষ, মেয়ে ও শিশুদের হত্যা করা হয়। যে দু'চার জন এখানে-সেখানে জীবিত ছিলো, তারা প্রধানতঃ ছিলো বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও শিশু। নিহতদের মাথা কেটে নিয়ে গাছের আগায় ঝোলানো

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
		হয়। প্রায় ৪শ মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয় হিন্দুস্তানে। (প্রায় ৫ হাজার লোক নিহত হয়)।
	২৮শে মার্চ—১৩ই এপ্রিল, ১৯৭১, ঠাকুরগাঁও।	ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ করে। অধিকাংশ বিহারীদের হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। যুবতী মেয়েদের অপহরণ করা হয়। মেয়েদের ধর্ষণ করা এবং গর্ভবতী মেয়েদের পেটে সঙ্গীণের খোঁচা মারা হয়। আর তারপর সদ্যজাত মৃত শিশুদের ছিড়ে টুকরো টুকরো করা হয়। উলঙ্গ অবস্থায় মৃত দেহগুলোকে রাস্তায় টেনে নিয়ে বেড়ানোও হয়েছিলো। (প্রায় ৩ হাজার লোক নিহত হয়)।
	পার্বতীপুর, পঞ্চবড়, কাউর কাই, ফুলবাড়ী ও হিলি।	বিদ্রোহী ইষ্ট বেঙ্গল রাইফেল্‌স্ এবং আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রধান লক্ষ্যই ছিলো রেল কলোনীগুলো। কলোনীর বাসিন্দাদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য বোমা, হাল্‌কা মেশিন গান এবং ছোট অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হয়। আর তারপরেই শুরু হয়ে যায় ধর্ষণ ও হত্যা-কাণ্ডের তাণ্ডবলীলা। (যারা রক্ষা পেয়েছিলে তাদের হিসেবে ৫ হাজারেরও বেশী লোক নিহত হয়েছিলো)।
রাজশাহী	২৮শে মার্চ—১৬ই এপ্রিল, ১৯৭১, রাজশাহী শহর।	পুলিশ এবং ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্ বিদ্রোহ করে। এদের সঙ্গে এসে যোগ দেয় হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারীরা। শুরু হয়ে যায় বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড। ১৯৭১ সালের ১৬ই এপ্রিল সেনাবাহিনী এসে শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করলো। নাটোর এবং সারদা থেকেও নৃশংস হত্যা-কাণ্ডের খবর পাওয়া যায়। (প্রায় ২ হাজার লোক নিহত হয়েছিলো)।
	২৭শে মার্চ—১৮ই এপ্রিল, ১৯৭১, নবাবগঞ্জ।	হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের সহযোগিতায় বিদ্রোহী ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌সের লোকেরা নবাবগঞ্জ জেল ভেঙ্গে কয়েদীদের মুক্ত করে দেয়। তারা কয়েদীদের বর্বো-রোচিত কার্যকলাপ এবং অগ্নিসংযোগ

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
		করায় উৎসাহিত করতে থাকে। একজন একাউণ্টস্ এর কেরানী "বাংলা দেশকে" স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিলো বলে তাকে কোমর পর্যন্ত মাটির নীচে পুঁতে, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। (নিহতদের সংখ্যা প্রায় ১ হাজার বলে অনুমান করা হয়)।
কুমিল্লা	মার্চ—এপ্রিল ১৪,১৯৭১, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিহারী পুরুষ, মেয়ে ও শিশুদের একত্রিত করে জেলখানায় রাখা হয়। পরে, ১৯৭১ সালের ১৩ই এপ্রিল, ইষ্ট বেঙ্গল রাইফেল্‌স্ এর বিদ্রোহী দলের প্রধানের আদেশে স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের সাহায্যে তাদেরকে হত্যা করা হয়। (প্রায় ৫শ' লোক নিহত হয়)।
ময়মনসিংহ	২৭শে মার্চ, ১৯৭১, ময়মনসিংহ সেনানিবাস।	ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট ও ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্ বিদ্রোহ করে। তারা তাদের পশ্চিম পাকিস্তানী সহকর্মীদের হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে অফিসারও ছিলেন। তাছাড়া ছিলো আরোও বহুলোক যারা রাতে তাদের বাসস্থানে ও ব্যারাকে ঘুমিয়েছিলো।
	১৬-১৭ই এপ্রিল,১৯৭১ ময়মনসিংহ শহর।	প্রাক্তন ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলসের লোক-জন মেসিন গান নিয়ে ময়মনসিংহ সদর জেল চড়াও করে এবং নিরাপত্তার কারণে স্থানান্তরিত বহিরাগত লোকদের গুলী করে হত্যা করে।
	১৭ই-২০শে এপ্রিল, ১৯৭১, সানকীপাড়া ও অন্যান্য কলোনী।	উন্মত্ত জনতার হাতে রাইফেল, তলোয়ার, বর্শা, ছোরা এবং রাম-দা ছিলো। তারা ময়মনসিংহ শহর ও তার আশে-পাশের সানকীপাড়া ও অন্যান্য ৯টি কলোনী আক্রমণ করে অধিকাংশ পুরুষ অধিবাসী-দের হত্যা করে। খবরে প্রকাশ যে প্রায় ৫ হাজার লোক নিহত হয়। মেয়েরা একটি মসজিদ এবং একটি স্কুল ভবনে জড় হয়েছিলো। ২১শে এপ্রিল, ১৯৭১ সাল, সেনাবাহিনী যখন শহরটিকে হস্তগত করে, তখন তারা এই মেয়েদের উদ্ধার করে।

সংক্ষিপ্ত শব্দের তালিকা

এ এল ....আওয়ামী লীগ।
বি ও পি.... ....বর্ডার আউট পোষ্ট।
বি এস এফ ....বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স।
সি এম এল এ ....চীফ মার্শাল ল' অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর।
ই বি আর ....ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট।
ই পি আর ....ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্।
এল এফ ও ....লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার।
পি পি পি ....পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টি।

ইডেন প্রেস, ঢাকা

পাকিস্তান সরকারের
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগ
তথ্য ও জাতীয় বিষয়ক দফতর
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য : ১'০০